সম্ভাব্য দুর্নীতি প্রতিরোধে টিআইবি প্রস্তাবিত সততা চুক্তি সম্পর্কে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাড়া মেলেনি

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১১: গতকাল (রোববার) এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর নাম উলেৰখপূর্বক যোগাযোগমন্ত্রীর একটি মন্তব্যের প্রতি টিআইবি'র দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদে যোগাযোগমন্ত্রী বলেছেন যে, তাঁর মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত টিআইবি কার্যালয়ে পাঠানো হয়ে থাকে এবং স্বচ্ছতার স্বার্থেই তিনি এটি করে থাকেন। এ ব্যাপারে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারৰজ্জামান বলেন, 'যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের টেন্ডার সংক্রান্ত কয়েকটি দলিল টিআইবি'র নিকট ঠিকই প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তার ভিত্তিতে পদ্মা সেতু নির্মাণের টেন্ডার প্রক্রিয়া কিংবা যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের স্বচ্ছতার মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এরূপ মূল্যায়ন বা সংশিৰষ্ট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার বিষয়ে কোনো প্রকার মন্তব্য করার জন্য যে ধরনের অনুসন্ধান ও সম্পৃক্ততার প্রয়োজন সে সুযোগ টিআইবি'র হাতে নেই।

তবে পদ্মা সেতুর নির্মাণকে ঘিরে দুর্নীতির সম্ভাবনা অনুধাবন করে টিআইবি'র পক্ষ থেকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কাছে জুলাই ২০০৯ এ একটি 'সততা চুক্তি'র (Integrity Pact) রূপরেখা প্রস্তাব করা হয়। এতে মন্ত্রণালয়ের সংশিৰষ্ট কর্তৃপক্ষ ও দরপত্রে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে এরূপ চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছিলো। মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে এ ব্যাপারে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালকের সাক্ষাতেও আলোচনা হয়েছে। তবে টিআইবি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে কোনো সাড়া পায়নি।

উলেৰখ্য, গত ২২ মার্চ ২০০৯ তারিখে সড়ক যোগাযোগ খাতে দুর্নীতি বিষয়ে টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী প্রতিবেদনে চিহ্নিত সমস্যা ও তার উত্তরণে টিআইবি'র সুপারিশের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেছিলেন এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিলেন। তবে এ বিষয়েও সুস্পষ্ট কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে কি না তা টিআইবি'র গোচরীভূত নয়।

গণমাধ্যম যোগাযোগ:

রিজওয়ান-উল-আলম
পরিচালক - আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন
ই-মেইল: rezwan@ti-bangladesh.org
ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১২